আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে: "আল্লাহ আপনার দোয়া আপনার পন্থায় কবুল নাও করতে পারেন, কিন্তু তিনি সর্বদা তার পন্থায় কবুল করবেন।"

১. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা মুমিন ৪০:৬০

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমার প্রভু বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকের (দোয়ার) জবাব দেবো (দোয়া কবুল করবো)। (সূরা মুমিন ৪০:৬০)

২. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:৬১

إِنَّ رَبِّى قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

অবশ্যই আমার প্রভু অতি কাছে এবং ডাকে সারা দানকারী। (সূরা হুদ ১১:৬১)

৩. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আন'আম ৬:৬৪

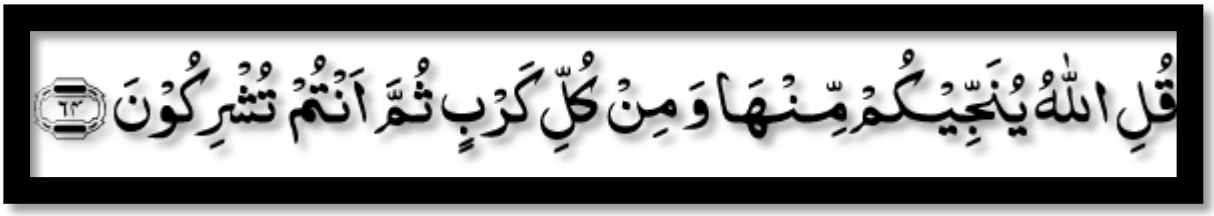


তুমি বলে দাওঃ আল্লাহই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও তোমরা শিরক কর। (সূরা আল আন'আম ৬:৬৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

8. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউনুস ১০:২২,২৩

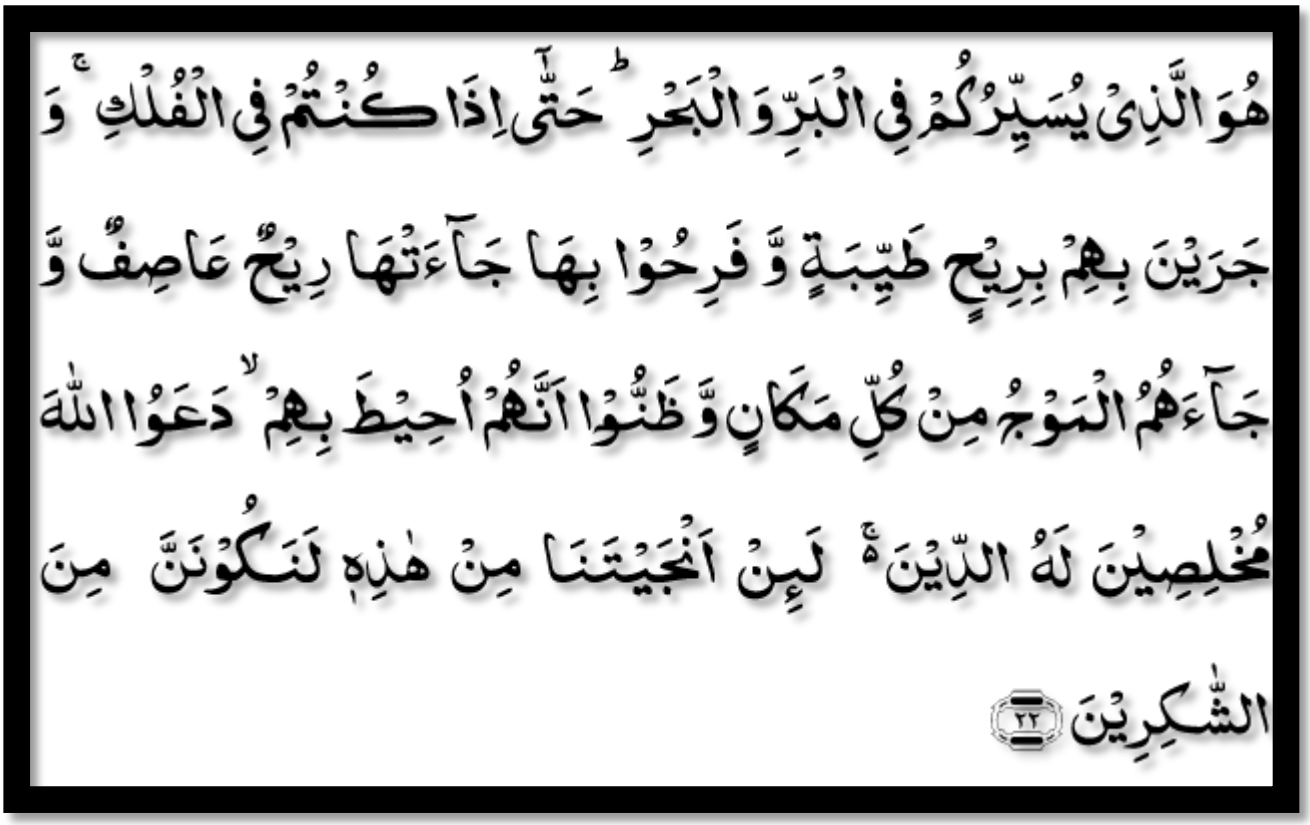


তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমণ করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকেঃ (হে আল্লাহ!) আপনি যদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। (সূরা ইউনুস ১০:২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا
مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

অতঃপর যখনই মা'বূদ তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রেখ), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু ফল) ভোগ করে নাও, অতঃপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। (সূরা ইউনুস ১০:২৩)

৫. পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৩,৮৪

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৩)

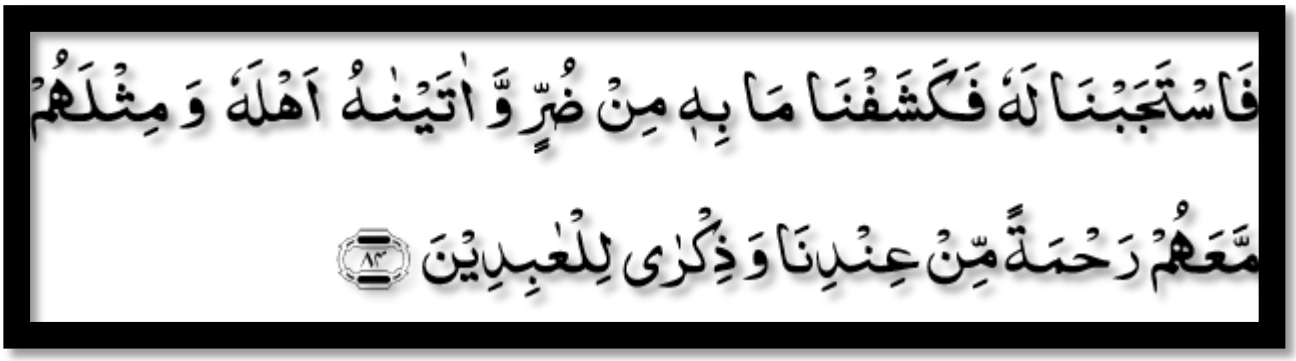
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের সাথে তাদের মত আরও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রাহমাত রূপে এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৬. **পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:** **সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৭,৮৮**

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

**আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবনা; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিলঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমালংঘনকারী। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৭)**

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

**তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৮)**

## বিশ্বাস এবং বিশ্বাস

ডাঃ ইব্রাহিম, একজন সুপরিচিত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, একবার অন্য শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যাওয়ার পথে ছিলেন যেখানে তিনি চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি পুরস্কার পেতে যাচ্ছিলেন।
তিনি পুরস্কার সম্পর্কে উত্তেজিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানস্থলে যাওয়ার জন্য একটি বিমানে চড়েছিলেন। তবে বিমানটি উড্ডয়নের দুই ঘন্টা পর প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে নিকটস্থ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে।
কনফারেন্সে সময়মতো পৌঁছাতে না পারার ভয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রিসেপশনে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। তিনি জানতে পারলেন যে তাকে তার গন্তব্যের পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য দশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে! তিনি একটি গাড়ি ভাড়া করেছিলেন এবং চার ঘন্টা দূরে অবস্থিত কনফারেন্স সিটিতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি গাড়ি চালানো শুরু করার পরপরই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় এবং প্রবল ঝড় শুরু হয়।
মুষলধারে বৃষ্টি তার পক্ষে গাড়ি চালানো ও রাস্তা দেখা কঠিন করে তুলেছিল তাই সে একটি বাঁক মিস করেছিল যা তার নেওয়ার কথা ছিল।

নির্জন রাস্তায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত বোধ করে, তিনি উন্মত্তভাবে সভ্যতার কোনও চিহ্ন খুঁজতে শুরু করেছিলেন। তিনি একটি ছোট ছিন্নভিন্ন ঘরের সামনে এসে দরজায় টোকা দিলেন। একজন সুন্দরী মহিলা দরজা খুললেন। তিনি তার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং ভদ্রমহিলার টেলিফোন ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভদ্রমহিলার বাড়িতে কোন টেলিফোন ছিল না। তবে তিনি তাকে ভিতরে আসতে এবং আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত ডাক্তার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। ভদ্রমহিলা তাকে কিছু খাবার খেতে দিলেন।

তিনি তাকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় যোগ দিতে বললেন কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তার মতে, তিনি পরিশ্রমে বিশ্বাস করতেন, দোয়ায় নয়! ডাঃ ইব্রাহিম টেবিলে বসে চা পান করছিলেন, ডাক্তার মহিলাটিকে একটি শিশুর খাটের পাশে বহুবার দোয়া করতে দেখেছিলেন। মহিলাটির সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করে, ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আল্লাহর কাছ থেকে তার ঠিক কী প্রয়োজন এবং আল্লাহ কখনও তার দোয়া শুনেছেন কিনা।

যখন তিনি খাটে থাকা শিশুটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটি ব্যাখ্যা করলেন যে তার ছেলে ক্যান্সারে আক্রান্ত। এবং তাদেরকে ইব্রাহিম নামে একজন ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যিনি তাকে নিরাময় করতে পারেন কিন্তু তার ফি বহন করার টাকা তার নেই।
তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহ এখনও তার দোয়ার উত্তর দেননি তবে বলেছিলেন যে আল্লাহ একদিন কোনও উপায় তৈরি করবেন। তিনি আরও বললেন যে তিনি তার ভয়কে তার বিশ্বাসের উপর জয়ী হতে দেবেন না!

স্তব্ধ ও বাকরুদ্ধ হয়ে ডক্টর ইব্রাহিম কাঁদতে লাগলেন! ডাক্তার উচ্চস্বরে বলতে শুরু করলেন, "আল্লাহ মহান" এবং মহিলার কাছে বললেন, ঘটনার সমস্ত ধারাবাহিকতা: বিমানে ত্রুটি, বজ্রপাত এবং কীভাবে তিনি তার পথ হারিয়েছিলেন। যা কিছু ঘটেছিল কারণ আল্লাহ তাকে তার বস্তুবাদী কর্মজীবনের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে এবং একজন দরিদ্র, অসহায় মহিলাকে কিছু সময় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিলাটির প্রার্থনা ছাড়া টাকা পয়সা কিছুই ছিল না!

আল্লাহ আপনার দোয়ার উত্তর আপনার পন্থায় নাও দিতে পারেন কিন্তু তিনি সর্বদা তাঁর পন্থায় উত্তর দেবেন।

পর্দার আড়ালে, তিনি আপনার জন্য সর্বোত্তম পন্থায় মানুষ, পর্বত, আবহাওয়া, ঘটনা, পরিস্থিতি ইত্যাদি স্থানান্তর করবেন।

**আমিন**

**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**

**Click here http://www.morningbrightness.fi/**